তারিখ 23 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

যুগান্তর

বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসন সংকট ও সিট নিয়ে ছাত্র রাজনীতি

উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেখানে মেধাবীরা আপন মেধার স্বাক্ষর রাখে। প্রতি বছর দেখা যায়, দুটি প্রথম বিভাগধারীর মোটামুটি একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় না। আর যাঁরা চান্স পায় তাদেরও কি শান্তি আছে? গত ১১ জানুয়ারি ২০০৩ যুগান্তরের একটি শিরোনাম ছিল এরকম- 'বারোটি পাবলিক ভার্সিটিতে দারুণ আবাসন সংকট, মাত্র ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী হলে থাকতে পারছে'। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০১ সালের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র শেকৃবিতে ১০০ ভাগ, এছাড়া বাকৃবিতে ৯৯ দশমিক ৩৪ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে। আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই সন্তোষজনক আবাসিক সুবিধা নেই। ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সংখ্যক আবাসিক সংকটে ভুগছে 'শাবিপ্রবির' ছাত্রছাত্রীরা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১৯ দশমিক ৯৮ ভাগ আবাসিক হলে থাকছে। বাকিরা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকা কেউবা সিলেট শহরে মেস ভাড়া করে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থাকে। এছাড়া ইবিতে ২১ দশমিক ৬৪ ভাগ, ঢাবিতে ৫৬ দশমিক ৭১ ভাগ, বুয়েটে ৩৫ দশমিক ৭৩ ভাগ, জাবিতে ৬৮ দশমিক ৩৩ ভাগ (আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়), রাবিতে ২৯ দশমিক ৮৮ ভাগ, চবিতে ৩১ দশমিক ১২ ভাগ, খুবিতে ৩২ দশমিক শূন্য ভাগ, বশেমুকৃবিতে ৭৭ দশমিক শূন্য ভাগ ও দেশের একমাত্র উচ্চতর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৭ দশমিক ৩২ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে

চান্স পাওয়ার পর আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তখন বাবা-মা করুণ কণ্ঠে বলেন- 'বাবা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবি, নিজের দিকে খেয়াল রাখবি, তোর কিছু হলে আমি বাঁচব না...।' বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেই ঢালাও বিছানা করে মেঝেতে থাকি। এরকম করে থাকতে থাকতে বড়ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়।

তাদের সঙ্গে সিট নিয়ে কথা বললে একান্তে গোপনে বলে- 'ভাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছ, সবই বুঝ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট পেতে হলে দল করতে হবে।' মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের নেতারা গণরুমে আসে তাদের দলের গুণগান নিয়ে, তারা বলে- 'এখানে কেউ সাধারণভাবে সিট পায় না, সিট পেতে হলে আমাদের মতো দল করতে হবে এটাই নিয়ম, আর যদি সাধারণভাবে উঠতেই চাও তাহলে তাবলীগ করতে হবে।' এগুলো হচ্ছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যেখানে আবাসিক সুবিধা ৯৯ দশমিক ৩৪ ভাগ। আর রাবির বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে সিটের কথা বললেই বলে- 'প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ হলে সিট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে যারা দল করে তার কথা ভিন্ন'। তাহলে 'শাবিপ্রবি'র অবস্থা স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে। আমরা বিশেষ করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আশা করব, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি সুদৃষ্টি দেবেন, আবাসন সংকট সমাধানে যথাসম্ভব পদক্ষেপ নেবেন আর সিট বণ্টনের ক্ষেত্রে দলীয়ভাবে নয় মেধার ভিত্তিতে তা করবেন, এটাই প্রত্যাশা।

মোঃ মিজানুর রহমান (মিজান)
জি/১, ঈশাখাঁ হল (সম্প্রসারণ), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ